

ইসলামে তাসাউফ দর্শন ও আত্মার উৎকর্ষের এর প্রভাব: একটি পর্যালোচনা

আহমদ রেয়া *

সার-সংক্ষেপ

“তাসাউফ” মূলত আধ্যাত্মিক দর্শন। মানুষ তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার দর্শনই হলো এর মূলসূত্র। তাসাউফ “সূফীবাদ” নামেও পরিচিত। এই সূফী তরিকার মাধ্যমে বান্দা তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। দুনিয়াতে যেমন প্রত্যেক বিষয় অন্য কারো কাছ থেকে শিখতে হয় তেমনিই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নিমিত্তে শিক্ষক হিসেবে সূফীদের সহচর্যে থাকতে হয়। সূফীবাদের মাধ্যমে আত্মাকে কলুষমুক্ত করে বান্দা আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে ইলমে মারেফাত বা আল্লাহর পরিচয় লাভ করে। আর এটাই হলো সূফীবাদেরও মুখ্য উদ্দেশ্য। আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য বান্দাকে ষড়রিপু নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় এবং তাকে মোকাবেলা করতে হয় শয়তান নামক তার শত্রুকে যে সবসময় তাকে কুমন্ত্রণা দেয়। আর এই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমে বিশ্ব থেকে পারস্পরিক হানাহানি, যুদ্ধ, অসহিষ্ণুতা ও অশান্তি দূর করে বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কারণ পরিশুদ্ধ আত্মা কখনো অন্যায় কাজে লিপ্ত হয় না।

সূচক শব্দ: তাসাউফ, সূফীবাদ, আত্মা, তায়কিয়া, শয়তান, মারেফাত, বায়াত, আউলিয়া, পীর, সূফী।

১. ভূমিকা

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের হেদায়াতের জন্য পৃথিবীতে যুগে যুগে অগণিত নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবী-রাসূলগণ তাঁদের উম্মতদেরকে হেদায়াতের বাণী শুনিয়েছেন। এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল উম্মত যেন তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে। আর এ প্রক্রিয়ার নামই হলো তাসাউফ। তাসাউফ দর্শনের মূল বিষয় হলো সমস্ত প্রকার গুনাহ থেকে আত্মাকে মুক্ত রাখা, আল্লাহর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভয় দিয়ে আত্মাকে পরিপূর্ণ রাখা, সর্বদা আল্লাহর ইবাদাতে আত্মাকে মশগুল রাখা, লোভ-লালসা থেকে আত্মাকে নির্মোহ রাখা, হিংসা-বিদ্বেষ থেকে আত্মাকে পবিত্র রাখা, ওয়াজিফা ও যিকিরে আত্মাকে নিয়োজিত রাখা, আত্মার ধ্যান-সাধনায় পরমাত্মাকে তালাশ করা। এ সকল কাজে যখন বান্দা নিজের আত্মাকে কঠোরভাবে নিয়োজিত করে তখন বান্দার আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হয়। আর তখনই বান্দার আত্মা পরমাত্মার সাথে নিবিড় হয়ে উঠে।

২. তাসাউফ এর পরিচয়

মোল্লা জামী রহ. বলেন, তাসাউফ শব্দটি সফা (صفاء) বা পবিত্রতা থেকে নির্গত। কেউ বলেন, সুফ (صوف) (পশম) বা সুফফা থেকে এসেছে। তাসাউফ বা সূফীবাদের পুরো বিষয়টি মানুষের আত্মাকে ঘিরে আবর্তিত। আল্লাহর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে সর্ববিধ পাপাচার থেকে নিজেকে দূরে রেখে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার দর্শনের নামই হলো তাসাউফ। আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে আল্লাহর পরিচয় লাভ করাই এর লক্ষ্য। আত্মার পরিশুদ্ধির সাধনাই হলো সূফীবাদ। এর মর্মকথা হলো আত্মার পরিশুদ্ধি। যাকে কুরআন মাজীদে “তায়কিয়াত আন নফস” নামে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীতে যেটি “তাসাউফ” নামে সুপরিচিত হয়। (হোসেন, ২০১৬: ২২)

* প্রভাষক (ইসলামিক স্টাডিজ), সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

৩. আত্মার পরিচয়

মানুষ দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে। আত্মাবিহীন দেহকে কেউ মানুষ বলে না। একে বলা হয় লাশ। যতক্ষণ আত্মা থাকবে ততক্ষণ সে একজন মানুষ। এ আত্মার কারণে মানুষ জান্নাতী ও জাহান্নামী হয়। যে আত্মা পরিশুদ্ধ সে আত্মা জান্নাতে থাকবে। আর যে আত্মা কলুষিত, সে আত্মা থাকবে জাহান্নামে। আত্মার শ্রেণি বিভাগ:

৩.১. নফসে আম্মারা: এটি এমন একটি আত্মা যা মন্দ কর্মপরায়ণ। এই আত্মা সর্বদা মন্দ কাজ করতেই ভালবাসে। মন্দ কাজ করে তার কোন অনুশোচনা হয় না। মহান আল্লাহ বলেন,

ان النفس لا مارة بالسوء

“নিশ্চয়ই প্রবৃত্তি তো মন্দকর্মের বড় নির্দেশদাতা”। (আল কোরআন, ১২:৫৩)

৩.২. নফসে লাওয়ামাহ: এটি এমন একটি আত্মা যা নফসে আম্মারা থেকে একটু উন্নত। এ আত্মা গুনাহের কাজও করে আবার পুণ্যের কাজও করে। গুনাহের কাজ করে ফেললে এ আত্মা অনুতপ্ত হয়ে নিজেকে তিরস্কার করে। কিন্তু পরবর্তীতে আবারও গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়। অর্থাৎ এ আত্মা মন্দ কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিরতও হয় না আবার পরিপূর্ণ নেককারও হয়ে যায় না। মহান আল্লাহ বলেন,

ولا أقسم بالنفس اللوامة

“এবং ওই আত্মার শপথ, যা নিজেকে খুব তিরস্কার করে”। (আল কোরআন, ৭৫:২)

৩.৩. নফসে মুতমায়িন্নাহ: নফসে মুতমায়িন্নাহ হলো এমন এক আত্মা যা সৎকর্ম করতে করতে এমন এক অবস্থায় পৌছায় যে, নেক আমল করাটা তার দেহ ও আত্মার সাথে একাকার হয়ে যায়। তখন সে নফসে মুতমায়িন্নাহ বা সন্তুষ্টচিত্ত আত্মায় পরিণত হয়। মহান আল্লাহ বলেন:

يايتها النفس المطمئنة

“হে শান্তিময় আত্মা”। (আল কোরআন, ৮৯:২৭)

এ তিন প্রকারের আত্মার মধ্যে তৃতীয় আত্মাটিই মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। আর এটাই হলো সূফী আত্মা। এ আত্মার সাথেই পরমাত্মার মিলন ঘটে তথা আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে তার পরিচয় লাভ করে।

৪. আত্মার পরিশুদ্ধি

আত্মার পরিশুদ্ধি হলো শিরক ও কুফর থেকে দূরে থেকে সার্বক্ষণিক আল্লাহর আনুগত্যে থাকা। আর এর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে ইলমে মারেফাত বা আল্লাহর পরিচয় লাভ করা। এর তিনটি স্তর রয়েছে।

৪.১. প্রথম স্তর: আল্লামা ফখরুদ্দীন আর রাযী রহ. বলেন,

ازالة العقائد الفاسدة عن القلب

“অন্তর থেকে খারাপ আকিদাহসমূহ দূর করা”। (আর রাযী, ১৯৮১: ১৪৮)

ইসলামে তাসাউফ দর্শন ও আত্মার উৎকর্ষে এর প্রভাব: একটি পর্যালোচনা

এটা হচ্ছে তায়কিয়ার প্রথম স্তর। এই স্তরে একটি আত্মা সকল প্রকার শিরক, কুফর ও মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকে। অর্থাৎ আত্মা তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়।

- ৪.২. দ্বিতীয় স্তর: এই স্তরে আত্মা সর্বদা আল্লাহপাকের আদেশ ও নিষেধ মান্য করে চলে। সর্বদা তাঁর আনুগত্য করার মাধ্যমে সকল প্রকার পাপ কাজ থেকে দূরে থেকে নিজেকে পুণ্যের কাজে সদা অবিচল রাখে।
আল্লামা ফখরুদ্দীন আর রাযী রহ. বলেন,

الاشتغال بخدمته

“সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যে থাকা”। (আর রাযী, ১৯৮১: ১৪৮)

- ৪.৩. তৃতীয় স্তর: আল্লামা ফখরুদ্দীন আর রাযী রহ. বলেন,

استحضار معرفة الله تعالى بذاته وصفاته واسمائه

“আল্লাহর সত্তাগত, গুণগত ও নামগত পরিচয় আয়ত্ত করা”। (আর রাযী, ১৯৮১: ১৪৮)

এই স্তরে আত্মা আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে ইলমে মারেফাত তথা আল্লাহর পরিচয় লাভ করে। আর এই স্তরেই আত্মা পূর্ণ সফলতা লাভ করে।

৫. আত্মার পরিশুদ্ধকরণে নবীগণের আগমন

আত্মার পরিশুদ্ধকরণে নবীদের আগমন হয়ে থাকে। কারণ আত্মা নিজে নিজে পরিশুদ্ধ হতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন,

هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة

“যিনি উম্মী লোকদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেন যেন তিনি তাদের নিকট তার আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের জ্ঞান দান করেন”। (আল কোরআন, ৬২:২)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, নবীগণ তাদের উম্মতদেরকে পবিত্র করে থাকেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত দায়িত্বসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো মানুষের আত্মশুদ্ধি করা।

৬. আত্মার পরিশুদ্ধির গুরুত্ব

তিন প্রকার আত্মার মধ্যে তৃতীয় আত্মাটি হলো নফসে মুতমায়িন্নাহ। এ আত্মাটি হলো পরিশুদ্ধ আত্মা। এ আত্মাটিই সফলতা লাভ করে। দুনিয়া ও আখিরাতে অনেক কল্যাণে সৌভাগ্যমন্ডিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

قد افلح من زكاه

“নিশ্চয় লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছে, যে সেটাকে (আত্মাকে) পবিত্র করেছে”। (আল কোরআন, ৯১:৯)

আহমদ রেযা

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

قد افلح من تزكى

“নিশ্চয় সে লক্ষ্যবস্তু পর্যন্ত পৌঁছেছে, যে পবিত্র হয়েছে”। (আল কোরআন, ৮৭:১৪)

৭. আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনের উপায়

তায়কিয়া যেহেতু সর্বদাই আল্লাহর আনুগত্য থাকার নাম সেহেতু একজন বান্দাকে তায়কিয়া অর্জনের জন্য তার আত্মাকে সকল প্রকার গুনাহ থেকে দূরে রাখতে হয়। মহান আল্লাহ বলেন:

وذرُوا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهُ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُوْنَ

“এবং ছেড়ে দাও প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পাপ, যারা পাপ কাজ করে, অবিলম্বে তাদের পাপকাজের সমুচিত জবাব দেওয়া হবে”। (আল কোরআন ৬:১২০)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كِبَآئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ

“আর ওইসব লোক যারা বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকে”। (আল কোরআন, ৪২:৩৭)

আর এই গুনাহ থেকে আত্মাকে দূরে রাখতে হলে শয়তানের প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষা করে চলতে হবে। আর এই শয়তান থেকে দূরে থাকতে হলে তিনটি করণীয় রয়েছে। তা হলো:

- ৭.১. দোয়া করা: সর্বদা আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। বিশেষ করে শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতে হবে। আল্লাহ বলেন,

فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

“অতঃপর আল্লাহর আশ্রয় চাইবে বিতাড়িত শয়তান থেকে”। (আল কোরআন, ১৬:৯৮)

- ৭.২. যিকির করা: যিকিরের মাধ্যমে শয়তানকে অন্তর থেকে দূর করা যায়। বান্দা যখন আল্লাহর যিকির করে তখন শয়তান কলব থেকে পলায়ন করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الشَّيْطَانُ جَآثِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ فَاِذَا ذَكَرَ اللّٰهَ خَنَسَ وَاِذَا غَفَلَ وَسَّوَسَ

“শয়তান আদম সন্তানের অন্তরের উপর জেঁকে বসে। যখন সে আল্লাহর যিকির করে তখন সে পালিয়ে যায়। আর যখন অমনোযোগী হয় তখন শয়তান তার অন্তরে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে”। (আত তিবরীযী, ১৯৬১: ৭০৫)

- ৭.৩. নফসের সাথে জিহাদ: নিজ নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মাধ্যমে শয়তানকে পরাস্ত করা যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ

“প্রকৃত মুজাহিদ হলো সেই ব্যক্তি, যে স্বীয় নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে”।

(আত তিরমিযী, ১৯৯৬: ২৬৫)

ইসলামে তাসাউফ দর্শন ও আত্মার উৎকর্ষে এর প্রভাব: একটি পর্যালোচনা

৮. আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনের পথে অন্তরায়

তায়কিয়া বা আত্মশুদ্ধির পথে মূল অন্তরায় হলো শয়তান। যার প্রভাবেই মূলত বান্দা আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন,

ان الشيطان للانسان عدو مبين

“নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু”। (আল কোরআন, ১২:৫)

এই শয়তান তিন ধরনের:

৮.১. খান্নাস বা প্রবৃত্তি শয়তান: খান্নাস সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

من شر الوسواس الخناس

“(আমি আশ্রয় চাচ্ছি) তারই অনিষ্ট থেকে, যে অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় এবং আত্মগোপন করে”। (আল কোরআন, ১১৪:৪)

এই খান্নাস সম্পর্কে তাফসীরে রুহুল মায়ানী প্রণেতা বলেন,

واما الخناس فهو الذي عادته ان يخنس

“আর খান্নাস, তার স্বভাবই হলো আত্মগোপন করা বা ধোঁকা দেয়া”। (আল আলুসী, ১৪১৫ হি: ২৮৭)

এই খান্নাস সবসময় গুঁহ পোতে থাকে। মানুষকে সবসময় কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। এর আরেক নাম প্রবৃত্তি।

৮.২. জিন শয়তান: জিন শয়তানের মধ্যে প্রধান হলো ইবলিস শয়তান, যাকে আল্লাহ জান্নাত থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছিলেন। কারণ সে আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করেছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس

“এবং স্বরণ করুন, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলাম, আদমকে সেজদা করো। তখন সবাই সেজদা করল, ইবলিশ ব্যতীত”। (আল কোরআন, ২:৩৪)

শয়তান সেজদা না করায় আল্লাহ তাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়ে অভিশপ্ত করলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فاخرج منها فانك رجيم

“তুমি জান্নাত তেকে বের হয়ে যাও, কারণ তুমি বিতাড়িত”। (আল কোরআন, ১৫:৩৪)

এই শয়তানই মূলত আত্মাকে পরিশুদ্ধ হতে দেয় না। সে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فبعزتك لاغوينهم اجمعين

“সে বলল, তোমার সম্মানের শপথ! অবশ্যই আমি তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে ফেলব”। (আল কোরআন, ৩৮:৮২)

৮.৩. মানুষ শয়তান: এ প্রকারের শয়তান সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ

“(আমি আশ্রয় চাই) যে মানুষের অন্তরসমূহে কু-প্ররোচনা ঢালে, জিন ও মানুষ থেকে”। (আল কোরআন, ১১৪: ৫,৬)

মানুষ শয়তান হলো ঐ সকল মানুষ যারা দেখতে মানুষের মত আর কাজ-কর্মে ও আচরণে শয়তানের ন্যায়। এরা আল্লাহ ও রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করে না, অন্যকেও করতে দেয় না।

এরা তিন প্রকার:

৮.৩.১. কাফির

৮.৩.২. মুনাফিক

৮.৩.৩. তওবাহীন পাপী (কবির খান, ২০০৯: ৩৭)

৯. তাসাউফ সাধনার স্তর

এ সাধনায় তিনটি স্তর রয়েছে।

৯.১. ফানা ফিশ শায়খ

৯.২. ফানা ফির রাসূল

৯.৩. ফানা ফিল্লাহ (কবির খান, ২০০৯: ৯৯)

এই তিনটি স্তর শেষ করলে আত্মা বাকাবিল্লাহর স্তরে পৌঁছায় তথা আল্লাহর পরিচয় বা মারেফাত লাভ করে।

১০. বায়াত গ্রহণ

ইলমে মারেফাত অর্জনকারী তথা সূফী যারা আল্লাহর পরিচয় লাভ করেছেন তাদের সহচর্যে থেকে এই জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এই জন্য একজন সূফীর সহচর্যে থাকার লক্ষ্যে তার কাছে বায়াত হওয়ার প্রয়োজন হয়। আর এই সূফীরা সাধারণত সত্যবাদী হয়ে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো”। (আল কোরআন, ৯:১১৯)

আর ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় বায়াত হলো,

البيعة هي الوعد بيد الشيخ أو القائد لأفعال مخصوصة

“নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার জন্য শায়খ বা নেতার হাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়াকে বায়াত বলে”। (কবির খান, ২০০৯: ১১৩)

ইসলামে তাসাউফ দর্শন ও আত্মার উৎকর্ষে এর প্রভাব: একটি পর্যালোচনা

বায়াত হওয়া প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

“তাঁরই নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ করো”। (আল কোরআন, ৫:৩৫)

এখানে ওসীলা বলতে হক্কানী আলেমগণ ও তরিকতের পীর মাশায়েখদের বোঝানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তাফসীরে রুহুল বায়ান প্রণেতা বলেন,

فإن الوصول إلى الله لا يحصل إلا بالوسيلة وهي علماء الحقيقة ومشائخ الطريقة

“আর নিশ্চয়ই ওসীলা ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় না। আর ওসীলা হলো হক্কানী আলেমগণ ও তরিকতের পীর মাশায়েখগণ”। (আল হাক্কী, ১৯৬১: ৩৮৮)

১১. আত্মার মারেফাত লাভ

তায়কিয়া অর্জনের মাধ্যমে বান্দা সফলকাম হয়। তার এ সফলতা হলো আল্লাহর পরিচয় বা ইলমে মারেফাত লাভ করা। হাদীসে জীবরাঈল এর আলোকে মারেফাত হলো ‘আল ইহসান’। জিবরাঈল আ. একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে প্রশ্ন করলেন,

مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

“জিবরাঈল আ. জানতে চাইলেন, ইহসান কী? তিনি বললেন, আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন যেন আপনি তাকে দেখছেন। আর যদি আপনি তাঁকে দেখতে না পান তবে বিশ্বাস রাখবেন যে তিনি আপনাকে দেখছেন”। (আল বুখারী, ১৯৯১: ৩৯)

এ হাদীসে ‘ইহসান’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে তা সম্পর্কে ফাতহুল বারী প্রণেতা বলেন,

إحسان العباداة الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبة المعبود

“ইহসান হলো একনিষ্ঠতার সাথে ইবাদত করা। ইবাদতের সময় মনকে অন্যমনস্ক হওয়া থেকে মুক্ত রাখা এবং আল্লাহ তা‘আলার ধ্যান করা”। (আল আসকালানী, ২০০৫: ২১৭)

১২. মারেফাত অর্জনকারী আত্মা

চার প্রকারের বান্দা হলেন আল্লাহর পরিচয় তথা ইলমে মারেফাত অর্জনকারী। তারা হলেন নবীগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মপরায়ণগণ। মহান আল্লাহ বলেন,

مَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

“আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে সে তাদেরই সঙ্গী হবে যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। আর তারা হলেন নবীগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ”। (আল কোরআন, ৪:৬৯)

এই চার শ্রেণীর বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর পরিচয় তথা মারেফাত অর্জন করেছেন নবীগণ। আর নবীগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মারেফাতপ্রাপ্ত হয়েছেন শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবীজীর থেকে ইলমে মারেফাত অর্জন করেছেন সাহাবীগণ।

আহমদ রেযা

সাহাবীগণের পরে এই জ্ঞান ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে অর্জিত হতে হতে বর্তমানে বিশেষ শ্রেণীর একদল ব্যক্তির কাছে এই জ্ঞান বিদ্যমান রয়েছে। আর এদেরকেই সূফী বলা হয়।

১৩. মারেফাত অর্জনকারী আত্মার অবস্থা

ইলমে মারেফাত বা আল্লাহর পরিচয় যারা লাভ করেন তারা আল্লাহর প্রিয়ভাজনে পরিণত হন। আর এই প্রিয় বান্দারা যখন কিছু প্রার্থনা করেন তখন আল্লাহ তা দিয়ে থাকেন। আর এদেরকেই বলা হয় আউলিয়ায়কেরাম। হাদীসে এসেছে,

فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي

لَا أُعْطِيهِ

“এমনকি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নেই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে সবকিছু দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোন কিছু সাওয়াল করে, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি”। (আল বুখারী, ১৯৯৪: ৭৩)

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় তাসাউফের উদ্দেশ্য হলো আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ উন্মোচন করা। আর এর প্রয়োজনেই দরকার হয় একজন সূফী-সাধকের সহচর্যে থাকা। তাসাউফের মাধ্যমে আত্মা পরিশুদ্ধ হয় তাই তাসাউফই মানব মন থেকে কলুষতা দূর করে পরিশুদ্ধতা আনতে পারে।

তথ্যপঞ্জি

হোসেন, কাজী সাইফুদ্দীন (২০১৬)। *তাসাউফ সমগ্র*: সনজরী পাবলিকেশন, ঢাকা।

আর রাযী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে উমর (১৯৮১)। *তাসাউফের কাবীর*: দারুল ফিকর, দামেশক।

আত তিরমিযী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল খতীব (১৯৬১)। *মিশকাতুল মাসাবীহ*: আল মাকতাবাতুল ইসলামী, বৈরুত।

আত তিরমিযী, আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা (১৯৯৬)। *জামে আত তিরমিযী*, ৩য় খন্ড: দারুল গারব আল ইসলামী, বৈরুত।

আল আলুসী, আবু বকর আহমদ ইবনে আলী শিহাবুদ্দীন (১৪১৫ হিজরী)। *তাসাউফের রুহুল মায়ানী*: দারুল ইহইয়াউত তুরাসুল আরাবী, বৈরুত।

কবির খান, মুহাম্মাদ হুমায়ুন (২০০৯)। *শয়তানের মোকাবেলা এবং আল্লাহ প্রাপ্তির উপায়*: সিরাজাম মুনীরা প্রকাশনী, ঢাকা।

আল হাক্কী, আবুল ফিদা ইসমাঈল (১৯৬১)। *তাসাউফের রুহুল বায়ান*: দারুল ইহইয়াউত তুরাসুল আরাবী, বৈরুত।

আল বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (১৯৯১)। *সহিহুল বুখারী*, ১ম খন্ড: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

আল আসকালানী, আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাজার (২০০৫)। *ফাতহুল বারী বি শরহে সহিহুল বুখারী*: দারুল তৈয়্যাব, রিয়াদ।

আত তিরমিযী, আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা (১৯৯৬)। *জামে আত তিরমিযী*, ৬ষ্ঠ খন্ড: দারুল গারব আল ইসলামী, বৈরুত।

আল বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (১৯৯৪)। *সহিহুল বুখারী*, ১০ খন্ড: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।